তারিখ ... 20 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১৫ ...

মাধ্যমিক স্তরেও বিনামূল্যে এবং অনলাইনে বই দেওয়ার সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রাথমিক স্তরের মতো মাধ্যমিক স্তরেও বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা, ছাপার পাশাপাশি অনলাইনেও বইয়ের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা করাসহ পাঠ্য পুস্তকের সঙ্কট নিরসনে বেশ কিছু সুপারিশ করেছে সরকার গঠিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি।

গতকাল (রোববার) কমিটির চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান ও আরেক সদস্য ইংরেজী বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেন। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বইয়ের সঙ্কট নিরসনে গত ৯ মার্চ প্রফেসর মোহাম্মদ আখতারুজ্জামানকে সভাপতি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫ সদস্যের এই কমিটি গঠন করে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবেদনে বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিটির একজন সদস্য জানান, ১১ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদনে কাগজের পরিবর্তে সরাসরি বইয়ের ওপর ভর্তুকি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) ঢেলে সাজানোর কথাও বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে এনসিটিবিকে বিকেন্দ্রীকরণের কথাও বলা হয়েছে। এনসিটিবিতে শ্রেষণে লোক না এনে দক্ষ লোকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

এ বিষয়ে কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, নিজস্ব লোকবল হলে প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়। তিনি জানান, ক্ষেত্রওয়ারি বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রতিবেদনে বই ছাপার বিষয়ে সারা বছরের কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে বই ছাপার কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ছাপার বইয়ের পাশাপাশি অনলাইনেও বইয়ের কপি দেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা বা হয়েছে। তাছাড়া তদারকের বিষয়টি জোরদার করা, বিভাগীয় পর্যায়েও বই ছাপা যায় কিনা তাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। কমিটির একজন সদস্য জানান, এতোদিন ধরে যারা পাঠ্যবইয়ের সঙ্কট তৈরির সঙ্গে জড়িত ছিল এবং যারাই সঙ্কট সৃষ্টি করবে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।